

জঙ্গিপুত্র সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুত্র সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের
জঙ্গ প্রতি লাইন ১০ আনা, এক মাসের জঙ্গ
প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা, তিন মাসের জঙ্গ
প্রতি লাইন প্রতিবার ১০ আনা, ১ এক টাকার
কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড়
স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং
আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ বাংলার বিজ্ঞাপন।

জঙ্গিপুত্র সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২ টাকা
হাতে ১১ টাকা। নগদ মূল্য ১০ এক আনা।
বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

ঈশ্বরীন্দ্রকুমার পণ্ডিত, রত্ননাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুত্র সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—o—

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ
রাজকর্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ,
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জঙ্গ সর্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১ এক টাকা।

শ্রীমান দত্তমঞ্জুন

দত্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্নমেন্ট রেজিষ্টার্ড)

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ } রত্ননাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 3rd May. 1950 { ৪৮শ সংখ্যা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

বাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জঙ্গ
উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর

জঙ্গিপুত্র (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

প্রতিশ্রুতি

বসন্তের মুকুল আনে বর্ষাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ
দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অথও আনন্দের প্রতিশ্রুতি। আপনার
জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,—যার
অভাবে মাহুষের জীবন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও
লাঞ্ছনায়।

জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে ভরে উঠবে,
নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জল ও শান্তিময়।
হিন্দুস্থানের বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে
দেশবাসীর ঘরে ঘরে।

আপনাকে জীবনের অবশ্য কর্তব্য পালনে সহায়তা করবার জঙ্গ হিন্দুস্থানের
কর্মিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের
ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্বভাষা দেবেভাষা সমঃ



জঙ্গিপূর সংবাদ

২০শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

জ্বরদোস্তী ও জ্বরদস্তী

—:০:—

“জ্বর-দোস্তী” এবং “জ্বরদস্তী” শব্দ দুইটির উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও গুণিতে একই রকম। (১) জ্বর-দোস্তী জ্বর মানে জাঁকালো, উত্তম; দোস্তী মানে বন্ধুত্ব। (২) জ্বরদস্তী মানে জুলুম, বলপ্রয়োগ, পীড়ন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে শাসক সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হিন্দুগণের উপর জ্বরদস্তী আরম্ভ করিল। ভারত-রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজ্য, তবুও এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের পরাণ হিন্দুদের জ্ঞান কাঁদিয়া উঠিল কেন? পরাধীন ভারতকে ইচ্ছামত তিন টুকরো করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাব আর পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান নাম দিয়া মুদলমানের কবলে, এবং ভারতবর্ষের বাকি সমস্তটাকে ভারত নাম দিয়া, কোনও ধর্ম নাই যাদের, সেই কংগ্রেসের কবলে দিয়া দেউলিয়া ইংরাজ যাইবার সময় এই দুই সম্প্রদায়কে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ নামক স্বাধীনতা দিয়া গেলেন। কংগ্রেসের ভরসা করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ অধিবাসিগণ এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ এই অবাস্তিত রাষ্ট্রেই বাস করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব শরিয়তীর চোটে হিন্দু ও শিখ শূণ্য হইয়াছে। ভারত তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। এইবার পূর্ববঙ্গে সমান শরিয়তীর আত্মপ্রকাশে হিন্দু শূণ্য হইতে চলিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী যেমন পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন নাই তেমনি পূর্ববঙ্গেও পারিবেন না বলিয়া গোড়া হইতে দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিলেই যেন শোভন হইত বলিয়া মনে হয়। পূর্ববঙ্গের ব্যাপারকে বাংলার বিপদ না বলিয়া ইহা সর্ব-ভারতীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দুই দুই ষা

কলিকাতায় আসিয়া উদ্বাস্তদের দশা দেখিয়া কত আশার বাণী দিলেন। তাহার বাণী শুনিয়া মনে হইল উদ্বাস্তদের ভয় নাই। তিনি প্রথমতঃ দোস্তী দিয়া এই সংঘর্ষ মিটাইবার জন্ত উত্তম রাষ্ট্রের বৃক্ক তদন্ত যুক্ত বিবৃতি প্রভৃতি কত দোস্তীর কথা বলিলেন। পাকিস্তান “না” ছাড়া “হাঁ” বলিল না। একদিন পাকিস্তানী প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খাঁ সব মীমাংসা করিবার জন্ত পণ্ডিতজীর নিকট দিল্লী আসিলেন। হিন্দু ঠাণ্ডানির ব্যাপার মিটাইতে আসিয়া কয়লা পাট প্রভৃতি বহু লাভ-জনক ব্যাপার হাসিল করিয়া পণ্ডিত নেহেরুর সহিত মিত্রতা করিয়া গেলেন। জ্বরদস্তীর পরিণাম উত্তম মন্ত্রীর মধ্যে জ্বর-দোস্তীর সূচনা হইয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। পণ্ডিতজীও করাচী গিয়া আত্মীয়তা করিয়া আসিলেন। জনাব লিয়াকত আলি ভারতের মন্ত্রীর ঠাণ্ডা করিয়া বাজা করিলেন আমেরিকা আধুনিক অস্ত্রসজারাদি সংগ্রহের জন্ত। পূর্ববঙ্গে যে হিন্দু ঠাণ্ডানি চলিতেছিল, তাহাই চলিতে লাগিল। ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল অস্ত্র দেহ লইয়াও, যাহাতে চুক্তি কার্যকরী হয়, তাহার জন্ত কলিকাতা ছুটিয়া আসিলেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় বিধান-চক্রের দিল্লীতে ডাক পড়িল। বাংলার যে দুইজন মন্ত্রী দিল্লীর দরবারে স্থান পাইয়াছিলেন, এই চুক্তি যুক্তযুক্ত নয় বলিয়া পদত্যাগ করিলেন। তাহাতে দিল্লীর বা করাচীর কি যার আসে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই। ভারতের ভাগ্যবিধাতা দিল্লীওয়ালারা পাকিস্তানের সহিত জ্বর-দোস্তী করিয়া চলিতেছেন, ফলে বাঙলা পাকিস্তানের নিকট পাইতেছে জ্বরদস্তী। যেমন উদ্বাস্ত-শ্রোত পশ্চিম বঙ্গে আসিতেছিল তাহা অব্যাহতই আছে।

বিরোধী বন্ধুর মিলনের বিধিক্রিয়া

প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দিয়া কবি বলেন—

“শক্রণা নহি সন্দধ্যাৎ

সংগ্ৰিষ্টেনাপি সন্ধিনা।

সুতপ্তমপি পানীয়ং

শময়ত্যেব পাবকম্ ॥”

অর্থ—শক্রর সহিত সন্ধি হইলেও তাহাকে বন্ধু

মনে করিবে না। কারণ জল অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত হইলেও অগ্নিকে নির্বাণ করে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু জল অগ্নি সংযোগে উত্তপ্ত হইলে, জল এবং অগ্নি উভয়েই অগ্নিকে দক্ষ করিতে সক্ষম হয়।

বিবদমান দুই বন্ধুর অবশ্যই মিলন অস্ত্রের পক্ষে কত সাংঘাতিক হয় তৎসম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

এক সময়ে দুই জন গাঁজাখোর এই নেশার জন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক জন অস্ত্রের অপেক্ষা অর্থশালী। অভাবে পড়িয়া গরীব বন্ধু গঞ্জিকা সেবনের সময় ধনী বন্ধুর নিকটে কতকগুলি টাকা কজ্জ চাহিল। তখন গঞ্জিকা প্রসাদে উভয়ে এক-প্রাণ। ধনী বন্ধু এক হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া তাহাকে টাকা ধার দিল। হ্যাণ্ডনোট তাহাদি হইতে চলিল তবু টাকা শোধ করিল না দেখিয়া মহাজন বন্ধু নাশিশ করিয়া ডিক্রী জারী করতঃ দেনাদার বন্ধুকে “বডি ওয়ারেন্টে” গ্রেপ্তার করিয়া ৪ কোশ ছরবস্তী আদালতে লইয়া চলিল। রাস্তায় চলিয়াছে মহাজন বন্ধু, দেনাদার বন্ধু আর আদালতের পেয়াদা। মহাজন বন্ধুর সঙ্গে দেনাদার বন্ধুর বাক্যালাপ নাই। মহাজন বন্ধুর কাছে গাঁজার তোড়জোড় সব আছে। রাস্তায় এক বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ তিন জনেই বাসল। মহাজন গাঁজা সাজিয়া মহাদেবকে নিবেদন করিয়া এক দম টানিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধুম উদগারণ করিল। কোন গঞ্জিকা ভক্তকে বঞ্চিত করা শিবের আজ্ঞার বহির্ভূত। কাজেই কলিকাতা মাটিতে রাখিয়া বলিল “কেহ খোর লোক থাকে, তুলে নেবে” দেনাদার তুলিয়া লইয়া প্রসাদ খাইল। বাস কত কলিকা আদান প্রদানের পর উভয়ের আবার এক প্রাণ। তখন উভয়ে উভয়ের সহিত দুঃখের কথা কহিতে কহিতে দেনাদার পেয়াদার গালে এক চড় দিয়া বলিল—দোস্তে দোস্তে মামলা, তুহ শালা বাইরের লোকের কি। শালা আমাকে বাঁধবার তুই কে? তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া পেয়াদা বেচারীকে উত্তম মধ্যম দিল। সজ্জ মিলিত জ্বর-দোস্তগণের জ্বরদস্তীর মিলিত প্রকোপ সময় সময় অস্ত্র নিরীহ লোকদেরও সহিতে হয়।

মিলায়েৰ ইস্তাহাৰ

চৌকি জঙ্গিপুৰ ২য় মুসলফী আদালত

নিলামের দিন ১৫ই মে ১৯৫০

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

৪৭২ খাং ডি: নবকুমার সিংহ ছধোরিয়া দিং দেং আপসোর সেখ দিং দাবি ৮৫১৩ খানা সাগরদীঘি মোজে গাঙ্গাড্ডা ৩-৬২ শতকের কাত ১২/৬ আ: ১০, খং ৪৭১

চৌকি জঙ্গিপুৰ ২য় মুসলফী আদালত

নিলামের দিন ২২শে মে ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৩৭ খাং ডি: নির্মলকুমার সিংহ নওলকা দেং উলাদিনী দাসী দাবি ২১৩ খানা সাগরদীঘি মোজে জালবাঙ্গা ১২ শতকের কাত ১০/২ আ: ৫, খং ১০১

১৩৮ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ১১০/০ মোজাদি এই ২০ শতকের কাত ৬৮ আ: ৫, খং ১৮০

চৌকি জঙ্গিপুৰ ১ম মুসলফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই জুন ১৯৫০

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

৭৩২ খাং ডি: উমানাথ সিংহ দেং জ্যোৎস্নাকুমার রায় দাবি ২৬১৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে দক্ষিণপাড়া ৪ শতকের কাত ৪০/২ আ: ১০, খং ৬৮১
রায়ত স্থিতিবান

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২৮ খাং ডি: সতীশচন্দ্র চৌধুরী দেং নন্দরানী দাসী দিং দাবি ২৮১০ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে গিরিয়া মধ্যে মোমিনটোলা ১-৪৮ শতকের কাত ৩৪/৩ আ: ১৫, খং ৪৮২

৮৮ খাং ডি: কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং বীরেন্দ্রনাথ দাস দাবি ১২০/৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে রাজনগর ২ শতকের কাত ৬০ আনা আ: ৫, খং ১৫১ রায়ত স্থিতিবান

২২ খাং ডি: লুটবিহারী দত্ত দেং পদ্মকামিনী দেবী দাবি ১০৬৮/২ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে সোণাটিকরী ২ শতকের কাত ২৬০ আ: ২, খং ৪০

১৩২ খাং ডি: ভূজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত দিং দাবি ৪৩৫১/৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ

মোজে রামচন্দ্রবাটী, চকবহালা, গনকর, দক্ষিণপাড়া, মির্জাপুর ও বিজয়পুর ২০-৭৪ শতকের কাত ৮১৬/৬ আ: ৫০, খং ৪৫৪, ১১৮, ৩২০, ৩২১, ১৮২, ৬৩ রায়ত মোকররী

১৪০ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ১২২১/৩ খানা এই মোজে রামচন্দ্রবাটী, চকবহালা ৪-৬২ শতকের কাত ২১৬/২ আ: ১৫, খং ৪৫২, ১১২ রায়ত মোকররী

১৫৭ খাং ডি: গোপীবল্লভ মুখোপাধ্যায় দেং শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী দাবি ২৫৬৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে মণ্ডলপুর ১-২৬ শতকের কাত ৭, আ: ২০, খং ২৫৬

১৬৮ খাং ডি: বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং লাহুলাল সেরাঙ্গী দিং দাবি ৪৫/৩ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে প্রসাদপুর ১-১১ শতকের কাত ৩১/৬ আ: ৩০, খং ১৪৫১৫

১১৭ খাং ডি: শ্রীমাগদ রায় দিং দেং মোহিনী-মোহন রায় দাবি ১৫১/০ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে তেঘরী ২৪ শতকের কাত ২/৮ আ: ৫, খং ৮৪২ রায়ত স্থিতিবান

১৪৩ খাং ডি: ভগবতীপ্রসাদ মিশ্র দিং দেং সীতানাথ সরকার দিং দাবি ৪৩০/৩ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে গিরিয়া ৬৩ শতকের কাত ৫০/৩ আ: ৩৫, খং ২১৫ কোফী

১২৪ খাং ডি: একজিকিউটার কুমার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দিং দেং সাবেরালি সেখ দিং দাবি ৩০৬/৩ খানা সূতী মোজে হাজিপুর বামুহা ২-২৪ শতকের কাত ২৬/১০ আ: ৮, খং ৪৩, ৭২ রায়ত স্থিতিবান

১২৫ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ২১৬৬ খানা সূতী মোজে বামুহা ৬৩ শতকের কাত ৬০/৮ আ: ৫, খং ১১২ রায়ত মোকররী

১৪১ খাং ডি: সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং এবাহিম মণ্ডল দাবি ১৬১/৬ খানা সূতী মোজে বহুতালী ২-২৬ মধ্যে ১১ শতকের কাত ১/১০ আ: ১০, খং ১১০

১৭৩ খাং ডি: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী দিং দেং নরেন্দ্রনাথ দত্ত দিং দাবি ৬৭০/৩ খানা সূতী মোজে কিং বংশবাটী ২-৭৬ শতকের কাত ২১৩ আ: ৩০, খং ১০৪২/১০৫০/১০৫৩/১০৫৪/১০৪৬

৪ মনি ডি: শরৎচন্দ্র দত্ত দেং নলিনাক্ষরায় দাবি ২৪৬৬ খানা রঘুনাথগঞ্জ মোজে বাঙালা ২৩ শতকের কাত ১১/৩ তন্নধ্যে ১৮ শতক আ: ১০, খং ৪৮২

চৌকি জঙ্গিপুৰ ২য় মুসলফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে জুন ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১২২ খাং ডি: বিমল সিংহ কুঠারী দেং শত্ৰুনাথ দাস দিং দাবি ৩৫৬০/০ খানা সাগরদীঘি মোজে রতনপুর ও ব্রাহ্মণীগ্রাম ২-৮৫ শতকের কাত ২১, আ: ৫০, খং ২২৮ ও ১৫৫

১২১ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ১১১/৩ খানা এই মোজা ব্রাহ্মণীগ্রাম ৪৭ শতকের কাত ৩১/৬ আ: ৬, খং ২২২

১২৫ খাং ডি: এই দেং রঘুনাথ দাস দাবি ৪৮৬/৬ মোজাদি এই ৭-৩৪ শতকের কাত ৭১০ আ: ২৫, খং ২৩৫

১২৬ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ৪২, মোজাদি এই ১-০৪ শতকের কাত ৬১/০ আ: ৩০, খং ২২৭

১৭২ খাং ডি: বিমলসিংহ কুঠারী দেং শ্বেতবরণী দাসী দাবি ৬৫৬৬ খানা এই মোজা খাড়াগ্রাম ৩-১৩ শতকের কাত ১০১/১১ আ: ৩০, খং ১৮৭

১৭৩ খাং ডি: বিমলসিংহ কুঠারী দেং যোগমায়া দাসী দাবি ২৬৬ মোজাদি এই ১৪ শতকের কাত ১০/২ আ: ৫, খং ২৫৫

১৭৪ খাং ডি: এই দেং গুরুদাস সাহা দিং দাবি ১০১৩ মোজাদি এই ১৭ শতকের কাত ১/৬ আ: ৫, খং ১২১

৭৫ খাং ডি: বীরেন্দ্রনাথ মহাত্মা দেং গণপতি সাহা দিং দাবি ১৫০/৩ খানা সাগরদীঘি মোজে খারিওর ১ ৬৫ শতকের কাত ৩৬০/১০ আ: ৫, খং ৪২৫

২২ খাং ডি: সেবাইত মহাত্ম গণপতি দাস গোন্দামী দেং কানিকুড়া মণ্ডল দিং দাবি ১২১/১০ খানা সাগরদীঘি মোজে ভুবকুণ্ডা ৩-৭৩ শতকের কাত ১৬/৬ আ: ৫, খং ১৪১

৭৭ খাং ডি: বীরেন্দ্রনাথ মহাত্মা দিং দেং গৌরীশঙ্কর চৌধুরী দিং দাবি ২৫৪/২ খানা সাগরদীঘি মোজে বেলড়িয়া ২-৮২ শতকের কাত ৫৬০/১১ আ: ২১০, রায়ত স্থিতিবান

৭৮ খাং ডি: এই দেং এই দাবি ৬৫১/৩ খানা এই মোজে খারিওর ২-২৭ শতকের কাত ১০৬/০ আ: ২৫, খং ৪৪৩ রায়ত স্থিতিবান

[পৃষ্ঠে দেখুন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার জের)

৭২ খাং ডিঃ বীরেন্দ্রনাথ মহাত্মা দিৎ দেৎ জগদ্বিজনাথ চৌধুরী দাবি ৮৬/৭ খানা সাগরদীঘি মোজে বেলড়িয়া ৬-৩ শতকের কাত ৩৩৫/৫ আঃ ৫০, খং ১৭৬

১৩২ খাং ডিঃ শ্রামাঙ্গ রায় দেৎ গোষ্ঠবিহারী নাথ দাবি ২৪১/২ খানা সাগরদীঘি মোজে ভূমিহর ১-৮২ শতকের কাত ৬০ নিজাংগে ৩৬/০ আঃ ৫, খং ১০৭১ অধীনস্থ খং ১০৭২ রায়ত স্থিতিবান

৫৭ খাং ডিঃ সত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় দিৎ দেৎ লালমহম্মদ সেধ দিৎ দাবি ৪০৫/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে লুখরবাটী ২-৪০ শতকের কাত ১০, আঃ ২০, খং ২৮ রায়ত স্থিতিবান

২২৩ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেৎ শঙ্কুনাথ দাস দাবি ২৭১/০ খানা সাগরদীঘি মোজে ব্রাহ্মণীগ্রাম ৩ একর জমির কাত ১৩১/৬ আঃ ২০, খং ২২৫

১৭০ খাং ডিঃ জগদ্বিজনাথ চৌধুরী দিৎ দেৎ লালমহম্মদ মওস দিৎ দাবি ৭৪১/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে ফুলসহরী ১-২২ শতকের কাত ১৩১/১৫ আঃ ২৫, খং ১২৬ রায়ত স্থিতিবান

১১৫ খাং ডিঃ মহারাজ কুমারী রাণী শ্রামলতা কুমারী সাহেবা দেৎ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ২০০০/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে জামালমাটী ২৮-৩২ শতকের কাত ১২০০/২ আঃ ১৮৫, খং ১৪৭ অধীনস্থ খং ১৫৬ রায়ত স্থিতিবান

১৭১ খাং ডিঃ সেবাইত রাধাবল্লভ নাথ দেৎ ভোলানাথ দাস দাবি ২১১/৬ খানা সাগরদীঘি মোজে চাঁদপাড়া ২২ শতকের কাত ৫/০ আঃ ৫, খং ২৪২

১৮০ খাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেৎ গোপালচন্দ্র দাস দাবি ২৬৪/২ খানা সাগরদীঘি মোজে চক সিহাড়া ১-১২ শতকের কাত ৩/১০ আঃ ১৭, খং ২৮ রায়ত স্থিতিবান

১৮১ খাং ডিঃ ঐ দেৎ গোষ্ঠবিহারী মওস দাবি ১৪১/৬ মোজাদি ঐ ৩৮ শতকের কাত ১৫৮/০ আঃ ২, খং ২৬ ঐ স্বত্ব

১৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেৎ ঐ দাবি ১৫৫/৬ মোজাদি ঐ ১-৪০ শতকের কাত ১১০ আঃ ৮, খং ২৫ ঐ স্বত্ব

১৮২ খাং ডিঃ ঐ দেৎ খুজু মুচি দিৎ দাবি ১৫১/০ মোজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ১১১২ আঃ ৮, খং ৩১ ঐ স্বত্ব

১৮৮ খাং ডিঃ পদ্মকামিনী দেবী দেৎ জানমহম্মদ সেধ দাবি ২৬৯ খানা ফরকা মোজে ভবানীপুর ১-৩১ শতকের কাত ৩/২১ আঃ ১০, খং ৫ ও ৮০

... কিন্তু এতে আমরা সকলেই একমত!

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লি:
ডাবার্পুর বাতাস, কলিকাতা

যে সব ডাক্তাররা
সুক্রবল্লী ব্যবস্থা করে

দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে
এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ
নাশক ও "টনিক" ওষধ খুব
কমই আছে।

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, ঘা, স্ফোটক,
নালি, রক্তচুষি প্রভৃতি নিরাময়
করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া
অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে।
গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র
সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

বধুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়হমার পাণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত